ভালোবাসি বাতায়ন

প্রিয় শিক্ষক বাতায়ন, বর্ণমালার সূচনায় তোমাকে জানাই নন্দন কাননের প্রস্ফূটিত স্বপ্নীল লাল গোলাপের শুভেচ্ছা। লাক্সের লাবণ্যময় আর ক্লোজ-আপের মতো মিষ্টি হাসি মনে পড়তেই আজাদ প্রোডাক্টসের খসে পড়া ইকোনো ড-এক্স দ্বারা একটি পাতার বুকে আচড় কেটে দিলাম। আশা করি তুমি লাইফবয়ের মতো সুস্বাস্থ্য আর ডেটলের মতো জীবাণুমুক্ত হৃদয় নিয়ে সুখে আছ। কিন্তু তুমি কি জানো, তুমি জিয়া-প্রিন্ট শাড়ির মতো আমার মন চুরি করে বসে আছ! ভালবাসার স্মৃতি যখন অন্তরে জাগে, তখন আবদুল্লাহ এন্ড সন্সের বই নিয়ে বসুন্ধরার নিরিবিলি পরিবেশে পড়তে বসি। ঠিক তখনই ঠান্ডা কনকনে শীতে ঈগলু আইসক্রিমে তোমার মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে হৃদয়ের এ্যালবামে। আচ্ছা তুমি কি জানো, তুমি আমার ঠিক হৃদয়ে মেরীল বেবী লোশনের মোত কোমল, আর ইন্নোসেন্ট বিআরবি কেবলস এর সংস্পর্শে ফিলিপস বাল্বের মতো উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছো। তবে সত্যি করে বলোতো, তুমি কি মধুমতি আয়োডিন যুক্ত লবণের মতো লবণাক্ত, নাকি হরলিক্স বিস্কুট ও লিপ্টন চায়ের মতো সুস্বাদু? তবে যাই হোক, তুমি কিন্তু ঠিক সানসিল্ক শ্যাম্পুর ভেতরে লুকানো একের ভিতর তিন গুণ। আর বেশি কিছু লিখবো না। বেশি লিখলে হয়তো রুপনগর নাটকের অভিনেতা হেলাল খানের মতো বলেই ফেলবো ছি; ছি; তুমি এতো খারাপ। পত্রের শেষে কামনা করি তোমার জীবণ ডিজিটাল প্রযুক্তির রঙ্গে রঙ্গিন হোক।